

# যৌন তাড়না ও তার নিয়ন্ত্রণ ইসলামিক বিধান অনুযায়ী

লেখকঃ

মুহাম্মদ খাইরুল মিনার কাদেরী

প্রকাশনাঃ

সুন্নী বাংলা টিম

[www.YaNabi.in](http://www.YaNabi.in)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## উৎসর্গ

পৃথিবীর সমগ্র দুর্দশা ,গ্লানি, কুসংস্কার, সামাজিক অন্যায়-  
অবিচার, অনাচার-ব্যভিচার মিটিয়ে আল্লাহর আইন  
স্থাপনকারী; করুণার আধার,পাপীদের উদ্ধার কর্তা, অদৃশ্যের  
সংবাদদাতা,পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক, জগৎ গুরু,বিশ্বনবী; যার  
আগমনের ফলে আমরা পেয়েছি এক আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহ  
আয্জা ওয়া জাল্লাহর বিধান এবং পবিত্র জীবনযাপনের  
পদ্ধতি, সেই মহান পয়গম্বর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত  
মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম  
এর পবিত্র খিদমতে।

সূচিপত্র

1) লেখকের কথা	পৃঃ 5
2) ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব	7
3) অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেও না	9
4) অশ্লীলতা চোখের মাধ্যমে	12
5) অশ্লীলতা মুখের মাধ্যমে	16
6) হাতের মাধ্যমে বেহায়াপনা	19
7) হস্তমৈথুন	20
8) ব্যভিচার	24
9) অবৈধ ব্যভিচারের ক্ষতি ও বর্তমান সমাজ	27
10) সমকামিতা	30
11) অবৈধ যৌনাচারের দুনিয়াবী ক্ষতি	34
12) ব্যভিচারের ইসলামিক সাজা	35
13) যেনা কারীদের পরকালীন শাস্তি	37

- 14) খারাপ কাজে ইচ্ছা সত্বেও তা  
ত্যাগ করার উপকারিতা 40
- 15) আল্লাহর ভয়ে যেনা ত্যাগ করা 41
- 16) কু প্রবৃত্তির অনুসরণ ই সর্বসুখ নয় 43
- 17) তওবা 47
- 18) বিবাহ 50
- 19) সিয়াম বা রোজা 51
- 20) ওযু 51
- 21) নামাজ 53
- 22) রাত্রির ইবাদত 55
- 23) তিলাওয়াতে কুরআন 56
- 24) দরুদ ও সালাম 57
- 25) মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ 59
- 26) ভালো বন্ধু নির্বাচন ভালোর সঙ্গী হন 60
- 27) মনঃসংযম 61

- |  |    |
|--|----|
| 28) নিজেকে ব্যস্ত রাখুন                | 63 |
| 29) যদি আপনি যৌন রোগে আক্রান্ত হন      | 65 |
| 30) আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ              | 65 |
| 31) ইসলামিক ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেল | 69 |

## লেখক এর কথা

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন আসসালাতু  
ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম।

মহান আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ)র নিকট সব রকমের  
সাহায্য কামনা করে তার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহী ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদে  
পাক পড়ে লিখনি আরম্ভ করলাম।

মুসলিম যুব সমাজের বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা  
হলো অবৈধ যৌনতা ও অস্বাভাবিক যৌনতা। এর পরিচয় দান  
ও এগুলি থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কিত বই বাংলা ভাষায়  
প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমরা  
কিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পথে চলব, সেটাকে  
মাথায় রেখে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কোন এক ভাই ও বোন যদি এর দ্বারা উপকৃত হন, তাহলে  
আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) এর নিকট আপনাদের এই  
ভাইটির জন্য দোয়া করবেন।

সম্পূর্ণ বইটি টাইপ ও এডিট করার ক্ষেত্রে শামসুল  
কাদেরী, ডাঃ মুহাম্মদ রাযা কাদেরী ও নাজিবুল কাদেরী

যেভাবে উপকার করেছেন তা ভোলার নয়, আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্ব নয়। যদি এই কিতাবে কারো কোন ভুল নজরে আসে তবে অবশ্যই জানাবেন, পরবর্তীকালে পরিবর্তন করব ইনশাআল্লাহ।

ইতি, দোয়াগো

শু মুহাম্মদ খায়রুল মিনার কাদেরী

## ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব

ইসলাম অতি সুন্দর একটি ধর্ম। এই ধর্মে পবিত্রতা, পরহেজগারীতা, উত্তম চরিত্র লজ্জাশীলতা ইত্যাদির গুরুত্ব অনেক। আল্লাহ বলেন তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। [ সুরা- হুজরাত, আয়াত ১৩০ ]

হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে - হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া' সাল্লাম বলেছেন ভদ্রতা হল ঈমানের একটি শাখা [ বুখারী , মুসলিম ] হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত , যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - ভদ্রতা ও ঈমান একসাথে মিলিত যদি একটি চলে যায়, তবে অপরটিও তার অনুসরণ করে থাকে। [ বুখারী, মুসলিম ]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন " আমি উত্তম চরিত্র কে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি"। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের সবার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ওইসব ব্যক্তি হবে যারা



তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। [ তিরমিজি শরীফ]

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ। পবিত্রতা ঈমানের অংশ। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত যে সে লজ্জাশীল হবে এবং পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে। কারণ নিশ্চয় প্রত্যেক ধর্মের একটি স্বভাব রয়েছে আর ইসলামের স্বভাব হলো লজ্জাশীলতা। [ সুনানে ইবনে মাজাহ] হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অশ্লীলতা ( নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয় কে তা সৌন্দর্যহীন করে ফেলে আর লজ্জাশীলতা যে বিষয় থাকে সে বিষয় কে তা সৌন্দর্যময় করে তোলে। [ তিরমিজি, ইবনে মাযাহ] ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লজ্জা শুধু কল্যাণ ই বয়ে নিয়ে আসে [ বুখারী , মুসলিম , আবু দাউদ, আহমদ]

## অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেও না

বর্তমান যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, ইন্টারনেটের সুবিধা, স্মার্টফোন পৃথিবী কে এনে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয় মোবাইল ও কম্পিউটার জগতকে এনে দিয়েছে অতি নিকটে এ কথা অনিস্বীকার্য। আজ নেটের জগৎ সবার জন্য উন্মুক্ত, এর সুবিধা সবাই উঠাতে পারে। এর মাধ্যমে আমাদের সামনে খুলতে থাকে একের পর এক ওয়েবসাইটের জগত। তবে খুব দুঃখজনক হলেও এই বাস্তব সত্যকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই যে- এই একটা ক্লিক ই অনেকের জীবন ভরিয়ে দিয়েছ অশ্লীলতায়। অনেক বন্ধু এই নোংরা জগতে মাতালের মত উন্মত্ত অবস্থায় বিভোর হয়ে থাকে। অনেক ভাই-বোন এই নোংরা জিনিস দেখতে দেখতে নিজেদের উত্তেজিত করে মাস্টারবেশন বা হস্তমৈথুন এর মত কাবির গুনাহ তে লিপ্ত হয় এবং শয়তান তাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে এটাতে তো সে অন্য কারোর ক্ষতি করছে না বা কোন রকম সেক্স তো করে কারো জীবন নষ্ট করছে না, কাজেই এতে কোন দোষ নেই। হে আমার মুসলিম বন্ধু! সাবধান থাকুন আপনি একজন মুসলিম; মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে আপনি বাধ্য! ! ব্যভিচার তথা অবৈধ যৌনাচার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের পাপ কাজ তাতে কারো সম্মতি সহকারেই সংঘটিত হোক বা কাউকে

জোর করে নিজের লালসার শিকার করা হোক। এটি অত্যন্ত জঘন্য কাজ, মহাপাপ! আর অশ্লীল ছবি দেখা অশ্লীল ভিডিও দেখা নোংরামিতে পূর্ণ সিনেমা ও অশ্লীলতায় পূর্ণ গান শোনা একজন মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ মহান আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন অ লা-তাকুরাবুয্যেনা ~ ইন্নাহু কা-না ফা-হিশাহ , অ সা-আ সাবীলা~ এবং অবৈধ যৌন সম্বোগ (ব্যভিচারের) এর ধারে কাছেও যেও না নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।( সূরা বনী ইসরাঈল , আয়াত 32)

এখানে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) বললেন না যে তোমরা যেনা করিও না বরং বললেন তোমরা এর ধারে কাছেও যেও না । আমরা যদি কল্পনা করি যে যেনা নামক একটি বৃহৎ গাছ রয়েছে, তাহলে এই পবিত্র আয়াতের মর্মার্থ এটা বলছে না যে তোমরা ওই গাছে চেপো না। বরং বলা হয়েছে তোমরা ঐ গাছের ছায়ার এর ফল ও পাতারও কাছাকাছি এসো না।

এর অর্থ এটাই যেটার মাধ্যমে যেনা সংঘটিত হতে পারে বলে তুমি মনে কর সেই মাধ্যম গুলি থেকে দূরে থাকো। যদি কাউকে ফোন করার মাধ্যমে তুমি ব্যভিচারের নিকটবর্তী হওয়ার আশঙ্কা করো, তাহলে তার ফোন নম্বর ব্লক করে

দাও। যদি তোমার ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্টে এমন কেউ থাকে যার মাধ্যমে তুমি অশ্লীলতার কাছে আসো তাহলে তাকে আনফ্রেন্ড করে দাও। কোরআন মজিদ বলেছে ব্যভিচার তো অন্যায় নিঃসন্দেহে কিন্তু ব্যভিচারের নিকটবর্তী হওয়া ও অন্যায়। এটা হল ফাহিশাহ বা অশ্লীলতা এবং খুব নিকৃষ্ট পথ। অতএব হে আমার মুসলিম ভাই, আপনার জেনে রাখা দরকার যে- একজন মুসলিম হিসাবে boyfriend , girlfriend system, chatting dating , কোনো গায়ের মাহরাম কে স্পর্শ করা, হাত ধরা এই সবই হারাম, মন্দ কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ বা কোরআনের পরিভাষায় অ সা- সাবীলা. . . !!

## অশ্লীলতা চোখের মাধ্যমে

হে আমার প্রিয় ভাই, তুমি হয়তো ভাবছো যে তুমি তো কারোর সঙ্গে ব্যভিচার করোনি। আমাদের ধারণা হলো একজন সুন্দরী মেয়েকে কুদৃষ্টিতে দেখা এটা কোন ব্যাপারই নয়। যখন তোমার আমার সামনে বলা হয় মেয়েদের দিকে তাকাবে না, বাজে কमेंট করবে না। তখন আমরা অনেকেই বলে থাকি - আল্লাহ চোখ দিয়েছেন তো দেখবো না তো কি করব? মুখ দিয়েছেন কमेंট করতে পারি! কিন্তু চোখ থাকলেই যে কুদৃষ্টি করতে হবে এবং মুখ থাকলেই যে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে হবে আমাদের এই নীতি ঠিক নয়। আপনি আমি মনে করি যে শুধু দেখাতে কোন গুনাহ হয় না কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাহি আলিহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- চোখের যেনা (ব্যভিচার) হল কুদৃষ্টি দেওয়া। (সহীহ বুখারী)

অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির তাকদীরে যদি যেনা করা লেখা থাকে তার দ্বারা যেনা হয়ে যায় চোখের যেনা দৃষ্টিপাত করা, মুখের যেনা কু কথা বলা, হাতের যেনা ধরা, পায়ের যেনা তথায় গমন করা অতঃপর

দিল তার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও ইচ্ছা পোষণ করে এবং লজ্জাস্থান  
ওটি কে সত্য অথবা মিথ্যা করে। (সহীহ বুখারী)

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া  
সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি অপরের শরীরের নিষিদ্ধ স্থানের  
প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও যার নিষিদ্ধ স্থান এর প্রতি দৃষ্টিপাত  
করা হয় উভয়ের অভিশপ্ত। (বায়হাকী ও মিশকাতুল  
মাসাবীহ )

সুতরাং ভাই ও বোনদের উচিত নিজেদের দৃষ্টি অবনত করা  
এবং নিজেদের শরীরকে ইসলামিক শরীয়াহ অনুযায়ী ঢেকে  
নেওয়া। এবং মুসলিম বোনদের উচিত বেশিরভাগ সময় নিজ  
গৃহে অবস্থান আর অতি প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ঘর থেকে  
বের হতে হলে শালীনতার সাথে পথ চলা।

কুদৃষ্টি একটি অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়। আপনি কুদৃষ্টির  
মাধ্যমে যে শুধু নিজের ক্ষতি করছেন তাই নয় ক্ষতি করছেন  
ওই ছেলেটির বা মেয়েটির ও যার দিকে আপনি পাগলের মতো  
অনবরত তাকাতে থাকেন। বদ নজরের চিকিৎসা সংক্রান্ত  
বিষয়ে কোরআন মাজিদের শেষ দু'টি সূরা বিশেষ উপযোগী  
যাই হোক মূল বিষয় হলো কুরআনুল কারীম দ্বারা বদ নজর বা  
কুদৃষ্টি ও তার ক্ষতিকর প্রভাব প্রমাণিত।

আধ্যাত্মিকতার বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডক্টর নিকলসন তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন দৃষ্টি পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাল মন্দ প্রভাব nerve brain এবং হরমোনের উপর পড়ে। স্ত্রী বোন মা ব্যতীত অন্য কোন নারীকে দেখে বিশেষত কামনার দৃষ্টিতে দেখে হরমোন নারী সিস্টেমে খারাবি দেখা যায়। এটা আমি লক্ষ্য করেছি অন্য কেউ লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না দৃষ্টির প্রভাব বিষাক্ত ও লালাসিক্ত হয়ে উঠলে হরমোনারি গ্ল্যান্ডজ এমন তীব্র এবং বিষাক্ত লালা নিঃসরণ করে যাতে তার সারা দেহ এলোমেলো হয়ে যায় (সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান)

সুতরাং অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে দৃষ্টি হেফাজত না করার কারণে মানুষ অবসাদ অস্থিরতা ও হতাশার শিকার হবে। এসব রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কারণ চোখের দৃষ্টি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও প্রেরণা, চাহিদা- কামনা সবকিছুকেই বিক্ষিপ্ত করে। এই বিক্ষিপ্ত অবস্থা তার পারিবারিক জীবন কেউ অধিক প্রভাবিত করে। ইসলাম প্রকৃত শান্তির ধর্ম। মহান আল্লাহ রাসূল ইজ্জত এবং তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আপনার মঙ্গল চান, আপনাকে শান্তিতে দেখতে চান, তাইতো ইসলামে কুদৃষ্টি থেকে বিরত থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন কুল লিল মু'মিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম অ ইয়াহফাজু ফুরজাহুম যালিকা

আযকা লাহ্ম ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা ইয়াস নাউন - -  
ঈমানদারদের বলে দিন তারা যেন চোখ নিচু করে রাখে এবং  
নিজ নিজ লজ্জাস্থান হেফাজত করে এই নীতি পবিত্রতা বাড়িয়ে  
তুলবে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের কাজের খবর সর্বাপেক্ষা  
বেশি খবর রাখেন ( আল্লাহ নিশ্চয়ই পুরোপুরি অবগত ওরা যা  
করে) (সূরা - নূর , আ- ৩০) এছাড়া অন্য স্থানে মহান আল্লাহ  
পাক বলেন ইয়া লামু খায়িনা তাল আইয়ুনি অমা তুখফিস  
সুদূর - তিনি (আল্লাহপাক) চোখের লুকোচুরির এবং অন্তরের  
যা কিছু গুপ্ত বিষয় সবই জানেন ( সূরা- মুমিন,আ- ১৯)

আর যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, দৃষ্টিকে অবনত করে  
আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। সবচেয়ে  
বড় কথা হলো ইবাদতের স্বাদ পাবে দৃষ্টি অবনত কারী  
ব্যক্তি, যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইন্নাজরা ইলা মাজলিসাল  
মারয়াতি সাহমূম মিন সিহামি ইবলীসা ফামান তারাকাহা  
আযাক্বাল্লাহ্ ত্বাআমা ইবাদাতিন তাসুররুহ-নারী সৌন্দর্যের  
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ শয়তানের তীর সমূহের একটি বিষাক্ত  
তীর। যে ব্যক্তি এর থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে এমন  
ইবাদতের স্বাদ উপভোগ করাবেন যা তাকে আনন্দিত করবে।  
( মিশকাতুল মাসাবিহ, মুসনাদে আহমদ)



## অশ্লীলতা মুখের মাধ্যমে

চোখের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকেও অবশ্যই সংযত রাখতে হবে। আপনার মুখ থেকে যদি প্রায় অশ্লীল কথাবার্তা লেজ্জাপূর্ণ কাজের যেমন কুরুচি ও মন্দ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা হচ্ছে অশ্লীল কথা (ইহইয়াউল উলুম) বার হয় ও গালি দেওয়া এবং কুরুচি মূলক মন্তব্য করা যদি আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহলে সাবধান হোন এর ফলে আপনার হৃদয় কঠিন হয়ে পড়বে। আপনি মৃত্যু, আখেরাত সবকিছু ভুলে যেতে থাকবেন। শব্দের প্রভাব বিরাট, যেমন দু একটা শব্দ বা বাক্য আমাদের জীবনে ইনকিলাব এনে দেয়, তেমন কিছু শব্দ আছে যা আমাদের ঈমান, আমল, আখেরাত সবকিছুকেই বরবাদ করে দেয়। সাবধান থাকুন ও সচেতন হোন, আপনার যখন যা মনে আসবে আপনি বলতে পারেন না, কারণ আপনার প্রত্যেকটি কথা লিখে রাখা হয় এবং বিচার দিবসে তার মূল্যায়ন করা হবে। আপনার বেহায়াপনা অশ্লীল কথা-বার্তা বলা হলে তা অবশ্যই ফারিস্তা রা গুনাহার খাতায় লিখেন যেমন রব্বুল আলামীন কোরআনুল কারিমে বলেছেন- মা ইয়ালফিজু মিন ক্বাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাক্বীবুন আতীদ মানুষ জবান থেকে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করে না যা লিখে রাখার জন্য একজন ফারিস্তা মোতায়েন থাকেনা।

কাউকে অশ্লীল কথা বার্তার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বা কাউকে প্রেম মূলক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে অবৈধভাবে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা, উভয়ই হারাম। কোন মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ (মিশকাত শরীফ) আর কোন মুসলিম ভাই বা বোনকে প্রতারণা করা জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেন- মুমিনের মধ্যে জন্মগতভাবে সব রকমের অভ্যাস থাকতে পারে (ভালো অথবা মন্দ) কিন্তু প্রতারণা ও মিথ্যার (মন্দ) অভ্যাস থাকতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ , মুয়াত্তা ইমাম মালিক) তিনি আরো বলেছেন, মানুষের অধিকাংশ ভুল-ভ্রান্তি জিহ্বার দ্বারাই হয় (তাবারানী ও মাজমায়ে যাওয়ায়েদ) তাই জিহ্বার বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। জিহ্বা এমনই একটি বস্তু যা আমাদের কে উচ্চতার চরম শিখরে আহরণ করিয়ে দিতে পারে আবার সম্পূর্ণ রূপে মান-সম্মান ধূলিসাৎ ও হতে পারে এর একটু অপব্যবহারে। এই জিহ্বার ব্যবহারই আপনার ভালো মন্দ হওয়ার নির্ধারণ করে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন- মানুষ যখন সকালে জাগ্রত হয় তখন সমস্ত অঙ্গ জিহ্বার সামনে বিনয় ভাবে এ কথা বলে যে- তুমি আল্লাহকে ভয় কর আমরা সবাই তোমার সাথে সম্পৃক্ত, যদি তুমি সোজা থাক তবে আমরা ও সোজা থাকব আর যদি তুমি বক্র হয়ে যাও তবে

আমরাও বক্র হয়ে যাব ( তিরমিজি ) আল্লাহর রাসূল  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আlihী ওয়া সাল্লাম আরো  
বলেছেনঃ অধিক সময় চুপ থাকো কেন না এটা  
শয়তানকে দূর করে এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী হয়  
এবং অতিরিক্ত হাসি থেকে কেননা এই অভ্যাস অন্তরকে  
ও চেহারার নুর কে খতম করে দেয় ( বায়হাকী ) আল্লাহর  
প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীল কথা  
বলতেন না , লজ্জাহীন ছিলেন না এবং তিনি বলতেন  
তোমাদের মধ্যে সেই ভালো যে চরিত্রে ভালো ( বুখারী )

## হাতের মাধ্যমে বেহায়াপনা

যখন চোখ, মুখ ও কানের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রবেশ করে তখন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বহিঃপ্রকাশ হয়। কারোর মাধ্যমে নিজের কামনা- বাসনাকে চরিতার্থ করতে অনেকেই প্রথম আশ্রয় নেয় চোখে দেখার, তারপরে একে অপরের সাথে কথা বলার অতঃপর একে অপরকে স্পর্শ করার। পরের অবস্থাটি আরো ভয়াবহ। শয়তান মানুষকে বোঝাতে থাকে আরে তুই তো সেই রকম কিছু করিস নি তুই তো শুধু তাকে স্পর্শ করেছিস মাত্র। কিন্তু জেনে রাখুন যে পুরুষ বা মহিলার সাথে আপনার বিবাহ হয়নি, বা এমন নিকট আত্মীয় যার সাথে বিবাহ হারাম যেমন আপনার মা, বোন, ভাই, আব্বু ইত্যাদি এদের ব্যতীত আপনি কাউকে স্পর্শ করতে পারবেন না। তবে পুরুষ পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কে স্পর্শ করতে পারে কোন রকমের খারাপ মনোভাব না আসলে। আপনার আমার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম কখনো কোন বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেননি। উম্মুল মোমেনিন সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এর হাত মোবারক কখনো কোন বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেনি, তিনি মৌখিক বাক্যের

মাধ্যমে বাইয়াত নিতেন।( মুসলিম শরীফ) আর আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন- নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় পেরেক ঠুকে দেওয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো যে তার জন্য বৈধ নয়। ( তাবারানী) ওই সাবধান বানী যে কতটা কঠিন তা অনুধাবন করুন...!!

### হস্তমৈথুন

সাবালক হওয়ার বয়স বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। তবে বয়সটি মোটামুটি ১৪ থেকে ২০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ফলে এই সময়ে প্রকৃতিক ভাবে যুবকের শারীরিক, মানসিক ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যৌন চেতনা তার মনে বাসা বাঁধে, এই সময় তার শরীরে তৈরি হয় বীর্য। যুবক যখন তার এই শারীরিক

পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, বিচলিত হয়ে ওঠে। সে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাই কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা পায় না। সে তখন আশ্রয় নেয় তার বন্ধুদের বা তার সহপাঠী বা খেলার সাথীদের যারা তাকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলে। কেউ কেউ পর্ন ভিডিও দেখার পরামর্শ দেয়, ফলে সে ভেসে যায় এক নোংরা ও অশ্লীলতার স্রোতে। আর এই বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারে হস্তমৈথুন এর বিষয়টি জেনারেশন এর পরে আরেক জেনারেশনে ক্রমাগত চলতে থাকে। বীর্য নির্গত হওয়ার সময় যে চরম সুখ অনুভূত হয়, তা পেতে গিয়ে সে বার বার হস্তমৈথুন করে আর এভাবে বারবার বীর্যপাত করে সে আনন্দ অনুভব করতে চাই।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, এ প্রবৃত্তিগত সুখ ভালো জিনিস নয়। এটি পাপের দিকে আকৃষ্ট করে।

মহান আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন ইন্নালাফসা লা আম্মারতুম বিসসূয়ি - নিশ্চয় প্রবৃত্তি পাপের পথে পরিচালনা করে।

প্রবৃত্তি বা নাফস মানুষকে খারাপ পথে পরিচালিত করে মানব দেহ যে অতিরিক্ত বীর্য তৈরি করে তা যদি বৈধ উপায়ে বা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয় তবে তা দোষণীয় নয়। কিন্তু বীর্যপাতের আনন্দ যখন যুবক অনুধাবন করে তখন

সে নারীর স্পর্শ পেতে ব্যাকুল হয়ে যায়, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ অন্য ছেলের সঙ্গে সমকামীতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে আর বেশিরভাগই লিপ্ত হয় হস্তমৈথুনে।

হে আমার মুসলিম ভাই, হস্তমৈথুনের মত নোংরা অভ্যাস দ্বারা নিজের ধ্বংস কে আহ্বান করোনা নিজের জীবনকে অন্ধকারময় করোনা। যখন এই বদ অভ্যাস তুমি অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তখন তোমার উদ্যম ধৈর্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই হারাম কাজ করার মাধ্যমে তোমার হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে, কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে তুমি। আর এই অভ্যাসে যখন তুমি অ্যাভিকটেড হয়ে পড়বে তখন তোমার সেক্সুয়াল ক্ষমতাও কমতে শুরু করবে। আর এমন একটা দিন আসবে যখন তুমি প্রকৃত পুরুষ হবে যখন তোমার বিয়ে দেওয়া হবে তখন নিশ্চিত রূপে তোমাকে তোমার স্ত্রীর সামনে কাঁদতে হবে। তোমার স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে কথা বলা তোমার জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে আর তখন তুমি কেঁদে কোন কূল পাবে না। তোমার ভুলের সাজা তোমাকে মুখ বন্ধ করে চোখের পানি ফেলার মাধ্যমে সহ্য করতে হবে। তুমি তোমার স্ত্রীকে সুখী করতে পারবে না আর তোমার স্ত্রী তখন অন্যায় ভাবে পরকীয়া প্রেমে বা অন্য পথে নিজের যৌন ক্ষুধা মেটাতে আর নাহলে তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে।

শারীরিকভাবে দুর্বল ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যখন তুমি ডাক্তারের ছদ্মবেশী ডাকাতদের খপ্পরে পড়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে থাকবে। ( তবে যারা খোদাভীরু ডাক্তার তাদের কথা আলাদা) এভাবে অনেকেই তো এতোটাই হতাশ হয়ে পড়ে যে আত্মহত্যার মতো মারাত্মক পাপ কাজ করে ফেলে! আর কেউ কেউ এমনও আছে যারা আত্মহত্যা তো করে না ঠিকই কিন্তু তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সুখ হীন শান্তিহীন জীবন কাটাতে হচ্ছে! ! আল্লাহ পানাহ।

অতএব, যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকো এই অভ্যাস এর ধারে কাছেও যেও না আর যদি ইতিমধ্যে এই বদ অভ্যাস তোমার মধ্যে থেকে থাকে তবে তা ত্যাগ কর। মিথ্যা মিডিয়া, খবর ও আর্টিকেল এর দ্বারা প্রতারণিত হইও না যেমন অনেকে বলছে হস্তমৈথুনে ক্ষতি হয় না এদের কথার উপর বিশ্বাস কোরনা। এটা জেনে রাখো ডাক্তার তোমার ইলাহ নয়, তোমার মাবুদ হলেন মহান আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ)। সংবাদ পরিবেশনকারী তোমার নবী নয়, তোমার নাবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মনে রেখো মেডিকেল এর বই বা কোন উপন্যাস তোমার জন্য অসম্মানি সংবিধান বা চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করার মত কিছুই নয়। চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করবে কেবলমাত্র কোরআন ও হাদিসের বাণীসমূহের।



## ব্যভিচার

কিয়ামতের পূর্ব আলামত এর মধ্যে অন্যতম একটি আলামত হল কেয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবৈধ সঙ্গম বৃদ্ধি পাবে, নির্লজ্জভাবে গরু-ছাগলের মতো রাস্তাঘাটে অবৈধ সঙ্গম করা হবে। মহান আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন কূল লিল মুমিনিনা মিন আবস্ব- রিহিম ওয়া ইয়াহফায়ূ ফুরূজাহুম যা-লিকা আযকা-লাহুম ইন্নাল্লাহা খবীরুম বিমা ইয়াস্ব নাউন মুমিনদের কে বলল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এটি তাদের জন্য উত্তম আল্লাহ নিশ্চয়ই পুরোপুরি অবগত ওরা করে( সূরা - নূর, আ- ৩০)

সুতরাং আল্লাহ পাক ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন , এটিই আমাদের জন্য উত্তম। লজ্জাহীনতারই চরম পর্যায় হল ব্যভিচার। এর পরেই আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেছেন- " মুমিন নারীদের বল তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া সৌন্দর্য্য না দেখায় এবং তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে, তারা যেন অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাক কারো কাছে প্রকাশ না করে, কেবল তাদের স্বামী, বাপ, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর

ছেলে, ভাই , ভাইপো আপন নারী তাদের মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত এবং পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত ও নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ লোক ছাড়া এবং তারা যেন গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য জোরে জোরে পা না ফেলে।( সূরা- নূর, আ- ৩১)

হে মুসলমান সাবধান হোন পর্দার কথা মাওলানাদের বুদ্ধি প্রসূত কোন কুসংস্কার নয় , এটি মহান আল্লাহ পাকের হুকুম। আর আরেকটি বিষয়ও খুব গভীর ভাবে চিন্তা করার মতো যে আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ) মহিলাদের পর্দার কথা পরে বলেছেন পুরুষদের পর্দা করার কথা এবং চক্ষু নিচু করার কথা আগে বলেছেন। যাইহোক উভয় কেই পর্দার সহিত, শালীনতার সাথে চলাফেরা করতে হবে এটাই মোদ্দা কথা। পুরুষ ও নারী বিবাহের পূর্বে পর পুরুষ বা মহিলার সাথে কথা বলা, বন্ধুত্ব স্থাপন করা, একে অপরকে স্পর্শ করা বা সেক্স করা কোন টিই করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন - তোমরা পর্দানশিন ( মেয়েদের) নিকট গমন কোর না কেননা শয়তান প্রত্যেক শিরায় শিরায় চলাফেরা করে। অন্যত্র আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ কোন বেগানা মেয়ে লোকের সঙ্গে নির্জন বাসি হয়, তাদের তৃতীয় সঙ্গী শয়তান হয়ে থাকে। ( তিরমিজি ও মিশকাত)

সুতরাং, শয়তান যে এদেরকে ব্যভিচারের দিকে প্রলুব্ধ করবে এটাই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নিঃসন্দেহে লজ্জা এবং ঈমান দুটি পরস্পর মিলিত সুতরাং যখন একটি উঠে যায় তখন অপরটিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। (মুসতাদরাক লিল হাকিম)

লজ্জাহীন অবস্থায় ওই মানুষ ব্যভিচার করে আর ব্যভিচার বা অবৈধ যৌনসঙ্গম লজ্জাহীনতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়। এইরকম কুকর্ম করার সময় কারো ঈমান থাকে না। এই ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করে তখন তার ঈমান পৃথক হয়ে যায় এবং তা (ঈমান) তার মাথার ওপর সামিয়ানার ন্যায় অবস্থান করে। আবার যখন ঐ কাজ থেকে দূরে সরে পড়ে তখন তার ঈমান ফিরে আসে। (সুনানে আবু দাউদ ও মিশকাত)

বিভিন্ন হাদিস শরীফ ও সাহাবী ও তাবেয়ীদের উক্তিে এর ক্ষতিকারক দিক সমূহ বর্ণিত হয়েছে যেমন তারা বলেছেন, যে বংশের লোক দেব মধ্যে যেনা বিস্তার করে সেখানকার লোক অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর যে বংশের লোক ঘুষ খেতে আরম্ভ করে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যখন যেনা ব্যাপক হয়ে যায় তখন সব দিক থেকে বিপদ এসে পৌঁছে যায়, যেনার ফলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়, আয়ু কমতে থাকে। যেনা আর

সচ্ছলতা একত্রে থাকতে পারে না , আর যখন সমাজে যেনা- ব্যভিচার ব্যাপক হবে তখন নতুন নতুন রোগ দেখা দেবে যার নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায়নি, বা বংশে কারো হয়নি।

### অবৈধ ব্যভিচারের ক্ষতি ও বর্তমান সমাজ

বিবাহ না করে ব্যভিচার বা যেনা করা এটাই নাকি যুবক-যুবতীর ফ্যাশন, এমনটা না করলে নাকি সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়। হে আমার প্রিয় বন্ধু, জেনে রেখো যে সমাজ বর্তমানে তোমার অবৈধ প্রেম সম্পর্কে বাহবা জানাচ্ছে দেখবে ভবিষ্যতে যখন তুমি প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হবে তখন কেউ তোমাকে সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে আসবে না বরং তারা তোমার কষ্টের মজা নেবে এবং তোমাকে হাসি ঠাট্টার পাত্র বানাবে। আমরা প্রায় গুনতে পাই- নতুন যৌবন, নতুন উদ্দাম আর নতুন প্রেম যখন যুবক-যুবতীকে পাগল করে তোলে তখন অনেকে যৌন সঙ্গম করে ফেলে। আমাদের পরিচিত এক মেয়ে x সে y নামক একটা খুব সুন্দর দেখতে ছেলেকে ভালোবাসতো মেয়েটিও ছিল পরমা সুন্দরী,

তারা ছিল জনপ্রিয় প্রেমজুড়ি। ক্লাসের ফাঁকে, টিফিনে, ছুটির পরে রাস্তাতে তারা গল্প বা প্রেম আলাপ করত। এভাবে স্কুল পালিয়ে মাঝেমধ্যে এখানে সেখানে ঘুরতে যেতো। একদিন তারা একটি পার্কে ঘুরতে যায় অতঃপর যৌনাচারে লিপ্ত হয় সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে প্রথমে X নামক মেয়েটি Y ছেলেটি কে জানায় যে সে গর্ভবতী, ছেলেটি তখন তাদের প্রেমালাপ পার্কে যাওয়া এবং যৌনসঙ্গম সবকিছুকেই অস্বীকার করে বসে। দুঃখে ক্ষোভে এবং নিজের মুখামি উন্মত্ততার শাস্তি স্বরূপ মেয়েটি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। মেয়েটির কাছের বান্ধবীরা বিষয়টি জেনে ফেলে তখন তারা তার মা কে বিষয়টি জানাতে পরামর্শ দেয়। মেয়েটির মা এবং তার পরিবার অত্যন্ত কষ্টকর সমস্যার সম্মুখীন হয়, যখন মেয়েটি জানায় সে যে গর্ভবতী!! যাইহোক, নিকটাত্মীয়দের সহযোগিতায় গোপনে বেড়াতে যাওয়ার নামে বাইরে কোনো এক শহরে মেয়েটির গর্ভপাত ঘটানো হয়। মেয়েটি বাড়ি ফিরে আসে তারপর কিন্তু পরিণত হয় মানসিক রোগীতে। ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যায়, পাগলামি শুরু করে মানসিক ডাক্তার দেখিয়ে দেখিয়ে কিছুটা সুস্থ হলেও সে তার স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলে। সমস্ত ঘটনা তাদের দুজনের কাছের বন্ধু-বান্ধবীরা অবগত ছিল লজ্জায় পড়ে গিয়ে ছেলেটি ও পড়াশোনা ছেড়ে দিল, তাদের জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, শেষ হয়ে গেল পড়াশোনা সংক্রান্ত সব রকমের

আশা। এরকম ঘটনা একটা-দুটো ঘটছে এটি ভাববেন না। এরকম ঘটনা শত শত, হাজার হাজার প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে ঘটে চলেছে। প্রফেসার সান রন্তম বলেছেন , আমেরিকায় প্রতি বছর ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী ১০ লাখ মেয়ে গর্ভবতী হয়ে থাকে। অার পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিশ্বে প্রতি বছর ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ মহিলা গর্ভপাত করে এসব মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই ১৩ থেকে ১৯ বছর আর শতকরা ৯০ ভাগ হচ্ছে অবিবাহিত মেয়ে, এর ফলে বহু মেয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। ( সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান ) গর্ভপাত ও মৃত্যুর পরিমাণ কিন্তু আরও বেড়েছে।

হে আমার মুসলিম যুবক বন্ধু, এখন সময় আছে ফিরে আসো। নিজেকে নিয়ন্ত্রন কর, সাবধান হও। আল্লাহকে ভয় কর, মৃত্যু, কবর ও আখেরাতকে স্মরণ কর।

হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই, আমি আপনার উদ্দেশ্যে বলছি- আপনি নিশ্চিত রূপে জেনে রাখুন আপনি যখন হারাম উপায়ে আপনার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করবেন তখন যেটি বৈধ সেটিতে আপনি সুখ অনুভব করতে পারবেন না। এ বোঝা আপনাকে কুরে কুরে খাবে। এটা ভাববেন না যে আপনি কারোর মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ের সঙ্গে যেনা করবেন আর আপনার পরিবারের সাথে কেউ কোনো খারাপ কাজ করবে

না। নিজে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করুন, আর অপরকেও পবিত্র ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করুন।

## সমকামিতা

আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ) কুরআনুল কারিমে সূরা আরাফের 80-84 আয়াত সূরা হুদের 77-83 আয়াত আল হেজর এর 66 -77 সূরা আশ্বিয়ার 74-75 সূরা আশ শোয়ারার 160- 173 সূরা আন্ নমলের 54-58 আয়াত সূরা আনকাবুতের 28-30 33-35 আস সাফফাতের 133- 138 যারিয়াতএর 32-37 সূরা আল-কামার 33-38 আয়াত ও সূরা আত তাহরিমের 10 নম্বর আয়াত ইত্যাদিতে হযরত লুত আলাইহিস সালামের এবং তার কওমের বর্ণনা দিয়েছেন- - হযরত লুত আলাইহিস সালাম উর্দুন ( জর্ডন) এলাকায় বসবাস করতেন, সেখানে আছে বর্তমানে মৃত সাগর । সেখানে কোন এক সময় সোদোম ও আমেরাহ নামক দুটি বৃহৎ শহর ছিল, সেখানকার লোকেরা ছিল অত্যন্ত ভোগবিলাসী। তারা শয়তান দ্বারা ও প্ররচিত হয় এবং মহিলাদের উপেক্ষা করে এক পুরুষ অারেক

পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে । মহান আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) তার নবী হযরত লুত আলাইহিস সালাম কে হুকুম করেছিলেন ওই কওম কে পবিত্রতা শিক্ষা দিতে। আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক তিনি সারা জীবন তাদের পবিত্রতার পথে পবিত্রতার দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু সেই অভদ্র জাতি তার কথায় কর্ণপাত করলো না এবং ওই নিকৃষ্ট অশ্লীল কাজ গুলি ত্যাগ ও করল না। বরং তারা এত নোংরা মানসিকতার শিকার হয়েছিল যে তারা প্রকাশ্যভাবে সমকামিতায় লিপ্ত হতে শুরু করেছিল। এমনকি একজন পুরুষকে কয়েক জন পুরুষ মিলে ধর্ষণ করত। একদিন মহান আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) তাদের বিরুদ্ধে আযাবের ফ্যারিশ্ঠা পাঠালেন। হযরত লুত আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেয়া হল রাত্রে কিছু অংশে থাকতে লোকজনসহ জনপদ থেকে বেরিয়ে পড়তে ( যারা মুমিন ছিল) তিনি এলাকা ত্যাগ এর পরে শুরু হয়ে গেল আল্লাহ পাকের আজাব। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) কুরআনে বলেছেন- ফা আখাজাত হুমুসসাইহাতু মুশারিকীন । ফাজ্বাআলনা- আ- লিইয়াহা - সা- ফিলাহা -অ আমত্বারনা - আলাইহিম হিজ্বা-রাতাম মিন সিঞ্জীল - অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এক মহানাদ এসে তাদের ওপর আঘাত হানল, তারপর আমি তাদের নগর গুলো উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর পাকানো মাটির পাথরের বৃষ্টি কোঁকড় যুক্ত বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ( সূরা- আল হেজর, অা- ৭৩, ৭৪) অতঃপর



আল্লাহ পাক বলেছেন- ইন্না ফী জা-লিকা লা আ-ইয়া-তিল মুতাঅসাসমীনা - অইন্নাহা - লা বিসাবীলিম মুক্কীম । ইন্না ফী জা-লিকা লি আ- ইয়া তাল্লিল মুমিনীন।- অবশ্যই এ ঘটনার মাঝে পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন মানুষদের জন্য ( শিক্ষার) বহু নিদর্শন রয়েছে।( আজাবের নিদর্শন হিসাবে) তা আজও প্রধান সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ( আছে) অবশ্যই এর মাঝে ঈমানদারদের জন্য ( আল্লাহর ) নিদর্শন ( মওজুদ) রয়েছে। ( সূরা -আল হেজর, আ- ৭৫- ৭৭)

আল্লাহপাক দুটি শহরকে মাটির তলায় তলিয়ে দিলেন আর তা একটা সাগরের আকার নিল। এই সাগর টি পৃথিবীর বুকে মৃত সাগর নামে পরিচিত। এর পানি এত নোনা যে মাছ ও এই পানিতে বাঁচতে পারে না। তাই সমকামিতার মত ভয়ানক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকটি মুমিন নর-নারীর একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই ব্যাপারে সাবধান করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ পাক সেই পুরুষদের প্রতি তাকাতেও পছন্দ করেন না যে পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে অথবা যে পুরুষ কোন নারীর পায়ুপথে সঙ্গম করে। ( তিরমিজি, নাসাঈ)

নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লুত আলাইহিস সাল্লাম এর সম্প্রদায়ের লোকের মত অপকর্ম করেছে, আল্লাহ পাক তার প্রতি লানাত করেন। শেষের কথাটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেছেন। (বাইহাকী)

## অবৈধ যৌনাচারের দুনিয়াবী ক্ষতি

হস্তমৈথুন, girlfriend- boyfriend ও সেক্স, লিভ টুগেদারের ফলে বহুগামিতা, সমকামিতা( gays & lesbian sex), পরকীয়া প্রেম এগুলি দৈহিক ও মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন করে। এইসব খারাপ কাজে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের এসব নোংরা ও অশ্লীল কাজ নষ্ট করে দেয় তাদের উদ্যম ও মেধা। মানসিক রোগে ভুগতে থাকে অভ্যস্ত ব্যক্তি, চক্ষু হয় দীপ্তিহীন, কোঠরাগত অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল, ক্ষয়, বহুমূত্র এবং নাম না জানা বহু রোগ দ্বারা সংক্রামিত হতে হয় অভ্যস্ত ব্যক্তি কে। তার সর্বাঙ্গের স্নায়ুমণ্ডলী ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতি অল্প বয়স থেকে যৌন মিলন, অত্যধিক সেক্স, যৌন কর্মীদের সঙ্গে সেক্স, সমকামিতা ইত্যাদির ফলে প্রায় প্রতি ছয় সেকেন্ডে একজন করে মানুষ কোন না কোন যৌন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নারী ও শিশুরাই অধিক যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। আমেরিকার একজন যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের মাধ্যমে যৌন রোগের নিরাময় সুফল পাবো আশা থাকলেও বর্তমান অবস্থা হতাশ ব্যঞ্জক। বাড়ছে ক্লাইমেডিয়া, গনোরিয়া, যৌনাঙ্গ ক্যান্সার, এডস ইত্যাদি রোগীর সংখ্যা অতি দ্রুত হারে। এই বিষয়ে মন্ট্রিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগ ৫০ টি দেশে ১০০০

বিশেষক চিকিৎসকদের সম্মুখে প্রায় ৪০ টি যৌন রোগের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অবশেষে এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী অপমানিত হয়ে মারা যায় হতাশাজনক ও কষ্ট করা অবস্থায়।

### ব্যভিচারের ইসলামিক সাজা

1) ব্যভিচারের বিষয়ে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ( আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন- ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে তোমরা ১০০ টি করে বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর দ্বীনের ( এ আদেশ প্রয়োগের) ব্যাপারে ওদের প্রতি কোনরকম দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। যদি তোমরা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো মুমিনদের একটি দল যেন তাদের এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য ( সেখানে উপস্থিত) থাকে। ( আল্লাহর আদেশ হচ্ছে) একজন ব্যভিচারী পুরুষ কোন ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোন মুশরিক নারী ছাড়া অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করবে না। অপরদিকে একজন ব্যভিচারী মহিলা ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া অন্য

কোন পুরুষকে বিয়ে করবে না। (সাধারণ) মুমিনদের জন্য (তাদের সাথে বিবাহ) কে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

[সূরা -নূর, আ- ২ ; ৩] হযরত য়ায়েদ ইবনে খালেদ জুহনী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে অবিবাহিত যুবক ও যুবতী যেনা করে তাদের প্রতি ১০০ চাবুক মারা এবং তাদেরকে এক বছর এর জন্য নির্বাসন দেওয়ার( এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার) আদেশ দিতেন।

ইবনে সোহাব বলেন ওরওয়াহ ইবনে জুবায়ের তাকে বলেছেন যে উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এরূপ ঘটনায় নির্বাসন দিয়েছেন তারপর ওই সুন্নত রীতি সর্বদা এভাবেই চলে আসছে।

(বুখারী , কিতাবুল মুহারেবীন )

২) বিবাহিত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে ইসলামিক বিধান হলো- যদি তারা ব্যভিচার করে তাহলে পাথর মেরে মেরে তাদের হত্যা করতে হবে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আসলাম গোত্রীয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাজির হয়ে বলল যে সে ব্যভিচার

করেছে (এবং এর প্রমাণস্বরূপ ) নিজের দেহের উপর চারবার সাক্ষ্যও দিল। তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তির নির্দেশ দিলেন, তারপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হল। বস্তুতঃ সে একজন বিবাহিত লোক ছিল। (বুখারী, কিতাবুল মুহারেবীন)

### যেনা কারীদের পরকালীন শাস্তি

আল্লাহ(আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন- মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আচ্ছন্ন। কিন্তু তার উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে।যখন ওদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে ওরা তা শ্রবণ করে কৌতুকাচ্ছলে । ওদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।(সূরা -আম্বিয়া,আ- ১- ৩) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানিত হবে। তারপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। (সূরা - বাকারা,আ- ২৮১) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন- প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবা সংলগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের

করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (সূরা - বনী ইসরাঈল, আ- ১৩)

অর্থাৎ আমরা যে সব গুনাহ করি, তা যেকোন স্থানে হোক, লুকিয়ে হোক বা প্রকাশ্যে হোক, দিনে হোক বা রাতে আল্লাহ তা সংরক্ষণ করেছেন আর কিয়ামতের দিন তা আমাদের সামনে খোলা হবে। আল্লাহ(আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন-সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শৃংখলিত (বন্দী) অবস্থায়, এদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল, এটা এজন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।

(সূরা - ইব্রাহীম,আ- ৪৯-৫১)

যারা নামাজকে ত্যাগ করে এবং কু প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাক্বুল ইজ্জত বলেন, তারা প্রবেশ করবে গাইয়ি উপত্যকায়। গাইয়ুন বা গাইয়ি হচ্ছে জাহান্নামের একটি ভয়ানক উপত্যকার নাম, সেটার গভীরতা সর্বাপেক্ষা বেশি। তাতে একটি কুপ আছে যার নাম হাববাব যখন জাহান্নামের আগুন নিভবার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ওই কুপটি খুলে দেন তা থেকে নিয়ম মোতাবেক আগুন জ্বলতে আরম্ভ করে। এটি বেনামাজি ব্যভিচারী মদ্যপায়ী সুদ ও মাতা পিতাকে কষ্ট

দাতার জন্য অবধারিত রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত) বুখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েজ অধ্যায়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি স্বপ্নের বর্ণনা রয়েছে যাতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীদের শাস্তি উল্লেখ আছে। যেখানে বলা আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তন্দুরের মত একটি গর্তের পাশে উপনীত হলেন যার উপরের সংকীর্ণ কিন্তু নিচের দিক প্রশস্ত, আর নিচে ছিল জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন উপরে উঠছিল তখন লোক গুলো যেন বের হয় পড়বে বলে মনে হচ্ছিল এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল তখন তারা নিচে চলে যাচ্ছিল। এ সংকীর্ণ গর্তের মুখে উলঙ্গ নারী ও পুরুষ কে রাখা হয়েছে দীর্ঘ হাদীসটির শেষের দিকে জানা যায় (এরা অবৈধ যৌন সম্বন্ধে স্থাপনকারী)।

এই প্রসঙ্গে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিহী ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বংশোদ্ভূত মহান আল্লাহর ওলি শাইখুল ইসলাম আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাব গুনিয়াতুত তালেবীন এ লিখেছেন - যারা লজ্জাস্থানের ঠিকমত হিফাজত করে না বা ব্যভিচার করে তাদের লজ্জাস্থান বেঁধে আগুনে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। চামড়া, মাংস সব আগুনে জ্বলে যাবে নতুন চামড়া মাংস লাগিয়ে আবার শাস্তি দেওয়া হবে। মারের চোটে



তাদের হাড়গোড় সব চূর্ণ হয়ে যাবে। ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ সবার জন্য এই কঠিন আজাব থাকবে। যতদিন তারা পৃথিবীতে জীবিত ছিল ততদিন ধরে ৭০ হাজার ফেরেশতা এই শাস্তি তাদের দেবেন। (গুনিয়াতুত তালেবীন)

ইয়া আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) আপনি আমাদের জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুন! আল্লাহুম্মা আজিরনি মিন্নান্নার , আল্লাহুম্মা আজিরনি মিন্নান্নার, আল্লাহুম্মা আজিরনি মিন্নান্নার আমিন!

খারাপ কাজে ইচ্ছা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করার উপকারিতা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ সম্পর্কে বলেন আল্লাহ ভালো ও মন্দ লিখে দিয়েছেন এবং তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করে অথচ কাজটি সম্পূর্ণ করে না আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়াল্লা তাকে পূন্য কাজের সওয়াব প্রদান করবেন। আর যদি সে সৎকাজের ইচ্ছা করে আর বাস্তবে তা করে

ফেলে, আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত এমনকি তার চাইতে বেশি সওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু বাস্তবে সে কাজটি করে না তবে ও আল্লাহ তাকে সৎ কাজের সওয়াব প্রদান করবেন পক্ষান্তরে যদি মন্দ কাজ করে ফেলে তবে আল্লাহ তার জন্য একটিমাত্র গুনাহ লিখেন। ( বুখারী শরীফ )

অন্যত্র রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মন কোনো কুপরামর্শ দিলে কুপাময় সেজন্য দোষ ধরবেন না। ( বুখারী ও মুসলিম শরীফ )

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে আল্লাহর ভয়ে যেনা ত্যাগ করে

আল্লাহর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- বিচার দিবসের ভয়াবহ দিনে সাত প্রকার মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে, যখন অন্য কোন ছায়া থাকবে না-

1) ন্যায় পরায়ন শাসক,

- 2) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে,
- 3) যে ব্যক্তির অন্তর সর্বদা মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে,
- 4) এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য পরস্পর কে ভালোবাসে,
- 5) নির্জনে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জনকারী,
- 6) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত, সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি।
- 7) গোপনে দানকারী ব্যক্তি।

( বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, নাসায়ী শরীফ, তিরমিজি শরীফ , আহমদ, মুয়াত্তা মালিক)

## কু প্রবৃত্তির অনুসরণ ই সর্বসুখ নয়

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, তারচেয়েও ক্ষণস্থায়ী আমরা আর তার চেয়েও অর্ধেক ক্ষণস্থায়ী আমাদের সুখ। আমরা শৈশবে খাই খাই করি, বাল্যকালে খেলাধুলা, কৌশরে সাজসজ্জায় নিজেকে আকর্ষণ করে তুলতে ভালবাসি, যৌবনে যৌন পিপাসা ও রূপের নেশায় পাগল হয়ে পড়ি। পৌঢ়কালে টাকা রোজগার ও সঞ্চয় আমরা মগ্ন হই আর বৃদ্ধকালে সর্দারি মোড়লি ইত্যাদিতে মেতে উঠি। আর এভাবেই কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায় আমরা মনে করি নিজেকে বড় ভাবতে রয়েছে এক বিরাট আনন্দ তাই আমরা অহংকার করি যা আমাদের জাহান্নামে কিনারায় পৌঁছে দেয়। আমরা মনে করি মদ খাওয়াতে শান্তি ও সুখ রয়েছে তাই আমরা মদ খাই যা কিডনি খারাপ করে আর বিবেক বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। আমরা মনে করি পর্ণ মুভি ও ভিডিও দেখা ও অবৈধ বীর্যপাতে রয়েছে স্বস্তি ও আরাম, ফলে আমরা এই বর্বরতা পূর্ণ নোংরা কাজ গুলি করি, যা আমাদের পশুতে পরিনত করে। গড়ে তুলে মানবতা শূন্য, স্বাস্থ্যহীন এক জীবন্ত লাশে। হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন, আপনারা বিশ্বাস করুন ইন্দ্রিয় সুখ ই চরম সুখ নয়। এর চেয়েও বড় শান্তি দানকারী ও আনন্দদায়ক বিষয় আছে এই পৃথিবীর বুকে যা মহান আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন। এই সামান্যতম জীবনে যদি

আপনি ইসলামের জন্য, দেশের জন্য, দেশের জন্য কোন কাজ করতে না পারেন তাহলে আপনার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি?

আপনি কি কখনও ভেবেছেন যে আপনি একজন মুমিন মানুষ আল্লাহ পাক আপনাকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) আপনাকে বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি সেগুলি কাজে না লাগিয়ে শুধুমাত্র খাবার খান, পায়খানা করেন আর পশুদের মতো যৌন মিলন করেন আর ঘুমান তাহলে আপনি কি মানুষ না পশু? আপনার বিবেক বোধ কোথায় কোথায় আপনার মনুষ্যত্ব? মুসলমান সাবধান হোন! আপনি নিজের খেয়াল খুশী মত চলতে পারেন না। আপনার একজন মালিক আছেন, আপনি তার দাস (চাকর)। আপনাকে তিনি ক্রয় করে নিয়েছেন আপনি তার ক্রীতদাস আর ক্রীতদাস কে মালিকের ইচ্ছামত চলতে হয় মহান আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লা-হাশতারা - মিনাল মুমিনীনা আনফুসাছম অ আমওয়ালাহম বি আন্না লাহুমুল জান্নাহ অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। (সূরা - তওবা, আ- ১১১) সুতরাং এই আয়াত পাক থেকে বোঝা গেল আমাদের জান ও মালের মালিক আমরা নই, এর মালিক আল্লাহ। এটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমানত

স্বরূপ। আমাদের কর্তব্য এটাই যে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জানকে অতিবাহিত করা, ও মাল কে আল্লাহর হুকুম অনুসারে পরিচালিত করা।

তবে দয়াময় আল্লাহ আমাদের জন্য কঠোরতা করেননি। তিনি সমস্ত কিছুই, দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতই আমাদের ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন তবে তারা বৈধ উপায়ে হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের খেতে নিষেধ করেননি। তাঁর আদেশ হলো মদ, সুদ, নাপাক দ্রব্যাদি খেওনা পবিত্র জিনিস খাও। শুকরের মাংস খেও না গরু ছাগল ভেড়া দুগ্ধ ইত্যাদির মাংস খাও। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) আমাদের কথা বলতে নিষেধ করেননি। তিনি বলেছেন খারাপ কথা বোলো না, ভালো কথা বলো। গালি গালাজ পরনিন্দা করোনা, আল্লাহ ও তাঁর হাবীব এর কথা বল। তেমনি তিনি আমাদের সেক্স করতেও নিষেধ করেননি তিনি পর নারী ও পর পুরুষ এর সাথে সেক্স করতে বারণ করেছেন কিন্তু নিজ স্ত্রী ও নিজ স্বামীর সঙ্গে সেক্স করার অনুমতি দিয়েছেন। বিয়ের আগে sexual কাজ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু বিয়ের পরে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে তার অনুমতি দিয়েছেন।

এবং আমরা যে বিভিন্ন পাপাচার ও অবৈধ যৌনাচার করে মনে করি এতে হয় স্বস্তি, সুখ, শান্তি ও আনন্দ আছে, কিন্তু বাস্তবে স্বস্তি, সুখ, শান্তি ও আনন্দ আছে অন্য জিনিসে। এ

ব্যাপারে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন আলা বি জিকরিলা-হি তাৎমায়িনুল কুলুব নিশ্চয় আল্লাহ (সুরণ) যিকির দ্বারা চিত্র প্রশান্ত হয় অর্থাৎ মনে শান্তি আছে। এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন শান্তি এবং তার থেকেই শান্তি। (মুসনাদে ইমাম আযম)

এটা ঠিক যে গুনাহের কাজের মাধ্যমে আমরা সাময়িক একটা লজ্জত বা স্বাদ অনুভূত করি। কিন্তু এটা আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, গুনাহের যে মজা তা কিছুক্ষণ পরে চলে যায় কিন্তু গুনাহ বাকি থেকে যায়। আর এই সাময়িক মজার জন্য পরবর্তীকালে সাজা ভুগতে হয়। কাজেই যদি স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ চান তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুসারে চলুন, নামাজ পড়ুন, ইবাদত করুন, দরুদ ও সালাম পড়ুন, কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তুলুন।

যেনা থেকে বাঁচার উপায় সমূহ

তওবা

তওবা একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হলো ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তির অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা, পাপাচার সীমালঙ্ঘের পথ পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের বন্দেগি, দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে ফিরে আসাটায় হল তওবা। এ সম্পর্কে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন, হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর। (সূরা - তাহরীম, আ- ৮)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের (কেয়ামতের) পূর্বে তার গুনাহ থেকে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম শরিফ) হে আমার মুসলিম ভাই, যখন তুমি তওবা করতে যাবে তখন তোমার পাপের যে আখেরাতের শাস্তি সেই কথা মনে রেখে কেঁদে কেঁদে (আযযা ওয়া জাল্লাহ) নিকট ক্ষমা চাইবে। অতঃপর আর কখনো পাপ কাজ করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। ভাবটিকে এতটা পাকাপোক্ত করতে হবে যে কোনভাবেই যেন তোমার গুনাহের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আল্লাহ না করেন, যদি তার পরেও তোমার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যায় তবে



পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ বিষয়ে একটি হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে এভাবে যে, হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন , যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে যখন তার বান্দা তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে এই আশায়, যে তার ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে, তবে তিনি তাকে ক্ষমা করেন, আর তা করতে তিনি কোনকিছু পরোয়া করেন না। (মুসলিম ও বায়হাকী) এবং এটি আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) শান ও নয় যে, লোকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর তিনি তাদের আযাব দেবেন। (সূরা - আনফাল, আ- ৩৩) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপ ক্ষমা করেন। (সূরা - শূরা, আ- ২৫) আল্লাহ বান্দাদের কে বলেছেন ইয়া ইবাদি লা তাকুনাতূ মির রাহমাতিল্লাহ হে আমার বান্দাগণ! আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেও না (সূরা - যুমার, আ- ৫৩)। অতএব, হে আমার প্রিয় মুসলিম বন্ধু, যদি আপনার দ্বারা কোন দুরাচার, অবৈধ বীর্যপাত এবং অন্যান্য কাবির গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে তওবা করুন আর যদি কোন বান্দার অধিকার নষ্ট করে থাকেন, তাহলে তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিন অর্থাৎ তার জন্য দোয়া করুন, সে মারা গিয়ে থাকলে তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন ও অধিকার ফিরিয়ে দিন। আর যদি কোন ভাবেই অধিকার (ঋণ ইত্যাদি) ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য দোয়া করুন এবং নেক

কাজের সওয়াবে তাকে অংশীদার করুন। আশা করা যায়  
কেয়ামতে সে আপনাকে মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। যদি  
আপনি অন্তর থেকে তওবাহ করেন এবং আল্লাহর পথে ফিরে  
আসতে চান আল্লাহ আপনাকে দয়া করবেন আল্লাহর আযাবের  
তুলনায় তাঁর রহমত বেশি। এখনো সময় আছে ফিরে  
আসুন. . . !

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত  
ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণ দেবেন,  
সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে  
তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন ।

( আবু দাউদ , ইবনে মাযাহ , তাবারানী , বাইহাকী ,  
মুত্তাদরাক লিল হাকিম)

## বিবাহ

1) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না তাযাও ওয়াজাল আবদু ফার্বাদ ইসতাকমালা নিসফুদ্দিনা ফাল ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ফিন নিসফিল বা- ফি - যখন কোন মানুষ বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দিনকে সম্পন্ন করে। অতএব অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীন সম্পর্কে সে যেন সাবধানতা অবলম্বন করে। ( বাইহাকী )

2) যারা নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য, খারাপ কাজ থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ করে, আল্লাহ ( আযযা ওয়া জাল্লাহ ) তাদের কে সাহায্য করেন। এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সেই ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহকারী যে বিবাহের মাধ্যমে নিজের চরিত্রের কামনা করে।

( আহমদ , তিরমিজি , নাসাই , বায়হাকী , হাকিম )

## সিয়াম বা রোজা

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ইয়া মায়াশারাশ শাবাবি মানিস তাতা আ মিনকুম আল বাতা আ ফাল ইয়া তাযাও ওয়ায ফা ইন্নাহু আগাযযু লিল বাসারি ওয়া আহসানু লিল ফারাজি ওমাল লাম ইয়াস তাতিঈ ফা আলাইহি বিস সাওমি ফা ইন্নাহু লাহু বিজাউন ওহে যুবকের দল তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহের সম্বল জুটাতে পারে তবে তার উচিত হবে সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ দ্বারা চক্ষু নিচ হয় এবং লজ্জাস্থান হেফাজত থাকে। আর যদি বিবাহ সম্বল জুটাতে না পারে তবে তাকে মাঝে মাঝে রোজা রাখা প্রয়োজন, কেননা এতে কামশক্তি শূন্য হয়, যার ফলে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে। ( বুখারী শরীফ , মুসলিম শরীফ)

## ওযু

ওযু যে শুধু নামাজের চাবিকাঠি তাই নয় আপনাকে হেফাজত করার মাধ্যম। সব সময় অজু অবস্থায় থাকলে ওয়াক্ত এলেই নামাজ পড়তে সুবিধা হয় এবং নেক কাজে

তওফিক হয় । এ বিষয়ে আমার উস্তাদ, আমার শাইখ হযরত পীর সৈয়দ শাহ মুহাম্মদ আলী আল কাদেরী দাস্তেগীর (দামাত বারাকাতুমুল আলিয়া) এবং তার ভাই হাফেজ ক্বারী সৈয়দ শাহ বাবর আলী আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী সব সময় বা ওয়ু থাকার পরামর্শ দেন। তাঁদের মত হল এই যে সব সময় অজু অবস্থায় থাকা ব্যক্তি, শয়তানি ওয়াস ওয়াসা সাধারণত থেকে বেঁচে থাকে। আর পবিত্রতা বা ওয়ু বাতেনী পবিত্রতা ও দান করে, গুনাহ মোচন করে। এভাবে যখন কারোর পবিত্র অবস্থায় থাকাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন অবৈধ উপায়ে অপবিত্র হতে তাদের প্রচন্ড খারাপ লাগে। এভাবে ওয়ু খারাপ কাজ অশ্লীল ও নোংরা কাজ থেকে বাঁচায় আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে এবং ঘুম থেকে উঠে ওয়ু করা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় সুন্নাত । যখনি মনে কোনো খারাপ বাসনা জাগবে, ওয়ু করুন ইনশাল্লাহ আপনার খারাপ ইচ্ছা দূর হবে।

## নামাজ

আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) বলেন - ইন্নাস স্বালা -তানহা আ'নিল ফাহসা - ই অল মুনকার - নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা- আনকাবুত, আ- ৪৫)

নামাজ কে আকড়ে ধরুন। নামাজ আপনাকে তামাম ফাহশা কাজ থেকে বাঁচিয়ে নেবে। নামাযের মাধ্যমে গুনাহ মোচন হবে, আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, আপনি পূর্ণ সফলকাম মুমিন হতে পারবেন। অতএব কোন অবস্থায় নামায ছাড়বেন না। আপনি এটা ভাববেন না যে আমি সব খারাপ কাজ ত্যাগ করব তবেই নামাজ পড়তে শুরু করব এভাবে আর যাই হোক নামায পড়া শুরু হবে না। আপনি নামাজ পড়া শুরু করুন আর আপনার বদ অভ্যাস ও ত্যাগ করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারবেন। আমরা হাদিস শরীফ থেকে জানতে পারি যে একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলা হয় অমুক ব্যক্তি রাতে নামাজ পড়ে আর সকাল হলেই চুরি করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তার নামায অতিসত্বর তাকে এই খারাপ কাজ থেকে রুখে দেবে।

( মাজমায়ে যাওয়ায়েদ )

তবে নামাজ পড়ার সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখবেন। প্রথমত, যা আপনি পড়বেন সেগুলোর অর্থ জেনে নিন এবং আরবি কেবল করার সঙ্গে বাংলা অর্থটিও মনে মনে ভাবতে থাকুন। দ্বিতীয়ত, নামাজ খুব ধীরে ধীরে সুন্দর ভাবে আদায় করুন, রুকু ও সিজদায় সময় দিন। ইনশাআল্লাহ আপনি নামাজের স্বাদ পেতে শুরু করবেন এবং এই স্বাদ আপনাকে অশ্লীল কাজের স্বাদ থেকে বিরত রাখবে।

হযরত ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম ও হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ এভাবে আদায় করে যে, সেটার শর্তাবলী আরকান ও আহকাম এবং সুন্নাত ও দোয়া গুলি পুরোপুরি ভাবে পালন করে, তবে আল্লাহ এমন লোককে অবশ্যই অশ্লীলতা ও গুনাহের কার্যাদি থেকে বাঁচাবেন।

( মাজালিসুল আবরার)

নফল নামাজে সেজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে নিজের বিগত জীবনের গুনাহের জন্য কান্না করুন, নিজের পবিত্রতা কামনা করে কান্না করুন, নিজের চাওয়া পাওয়া নিয়ে কান্না করুন, ইনশাআল্লাহ এই কান্না আপনাকে অপবিত্রতা ও অশ্লীলতা থেকে মুক্তি দেবে।

## রাত্রির ইবাদত

হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! আমরা জানি বর্তমান সময়ে তুমি যুবক, তুমি তোমার অশ্লীল কাজ কে পূরণ করতে রাত্রির অপেক্ষা কর, তোমার রাত্রি রঙিন হয়ে উঠে অশ্লীল ওয়েবসাইট গুলিতে। তোমার মেসেঞ্জার অন করলেই আসে যৌনতার হাতছানি। তোমার হোয়াটসঅ্যাপ অন করলেই দেখতে পাওয়া যায় অশ্লীলতাপূর্ণ স্ট্যাটাস। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচানো কষ্টসাধ্য। অতএব যখন জগত ঘুমিয়ে যায়, তখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও তুমি ওয়ু করো তাহাজ্জুদ পড়ো তাহাজ্জুদ

তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে এটি ঢালের মতো কাজ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়ো যদিও দুধ দোহন পরিমাণ এত অল্প সময়ের জন্য হোক না কেন। আর এসার পর যে নামাজ পড়া হবে তা তাহাজ্জুদের মধ্যে গণ্য হবে। ( তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ) অন্য এক স্থানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- নিশ্চয়ই প্রতি রাতে এমন একটি সময় আছে যখন যে কোনো বান্দা আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য কিছু প্রার্থনা করে সে সমস্তই প্রাপ্ত হয়। ( মুসলিম শরীফ)



আর যখন ঘুমোতে যাবে তখন সুন্দর ভাবে ওয়ু কর ও চার কুল এবং দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাও। ইনশাআল্লাহ এই অভ্যাস তোমাকে নেক বানাবে এবং কু অভ্যাস সমূহ দূর করতে সাহায্য করবে।

### তिलाওয়াতে কुरআন

কুরআন আল্লাহর কালাম এটির তিলাওয়াত মন থেকে ময়লা দূর করে দেয় এবং হৃদয় মনে শান্তি এনে দেয়। কোরআনুল কারীম মানুষকে পাপ কাজ থেকে রক্ষা করে, অতএব চেষ্টা করুন যাতে আপনার সকাল শুরু হয় আল্লাহর কালাম দিয়ে ফজরের নামাজের পরে কিছুটা সময় কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন মুখস্থ, কোরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা তে ডুব দিতে থাকুন। কয়েকটি আয়াত হলেও অর্থ সহ পড়ুন এবং গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। কোরআনের বাণীর আলোচ্য অংশে ( যা আপনি পড়লেন) সেখান থেকে যেসব শিক্ষানীয় ও করণীয়

বিষয় পাওয়া গেলে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করুন।

ইনশাআল্লাহ আপনি একজন ভালো মুসলিমে পরিণত হবেন আপনার কাছ থেকে অশ্লীলতা অপবিত্রতা দূরে সরে যেতে থাকবে আর হেদায়েতের নূর আসতে থাকবে। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোরআন তেলাওয়াত করলে হৃদয়ের মরিচা দূর হয়।

### দরুদ ও সালাম

দরুদ ও সালাম কাসরাতের সঙ্গে পড়লে এই দরুদ ও সালাম উম্মতকে নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে জুড়ে দেয়। দরুদ পড়তে থাকলে রহমত নাযিল হতে থাকে গুনাহ মিটতে থাকে। বেশি পরিমাণ দরুদ শরীফ পাঠ মানুষের দুঃখ মিটিয়ে দেয়, পারিসানিকে দূর করে দেয়। এমনকি চরিত্র ও সংশোধন করতে সাহায্য করে। অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ

পবিত্রতা আনয়ন করে এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমার উপর অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ কর নিশ্চয় আমার উপর তোমাদের দরুদ পাঠ করা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (মুসনাদে আবী ইয়াল্লা)

অধিকহারে দরুদ পাঠ উম্মতকে এতটা রহমতের হকদার ও পবিত্র করে তুলে যে কেয়ামতের দিন বেশি পরিমাণে দরুদ পাঠ কারীরা হুজুর আলাইহিস সালাম এর নিকটে থাকবে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে বলেছেন কেয়ামতের দিন আমার নিকটতম ওই ব্যক্তি হবে যে দুনিয়ায় আমার ওপর বেশি পরিমাণে দরুদ পড়েছে।

( তিরমিজি, মিশকাতুল মাসাবিহ , সহীহ ইবনে হিব্বান, বাইহাকী শেআবুল ঈমান, মাসনাদুল ফেরদাউস, কানযুল উম্মাল)

কিছু সংক্ষিপ্ত দরুদ ও সালাম

1 . আল্লাহুমা সল্লিয়াল্লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মাদানিল জুদি অল কারামি ওয়া আলেহি ওয়া বারিকি ওয়া সাল্লিম।

2. আল্লাহুমা সল্লিয়ালা সাইয়্যিদিনা অ মাওলানা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলেহী অ সাল্লিম।
3. আল্লাহুমা সল্লিয়ালা মুহাম্মাদিন আবদিকা অ রাসুলিকা অ সল্লি আলাল মুমিনিনা অল মুমিনাত আল মুসলিমিনা অল মুসলিমাত।
4. আল্লাহুমা সল্লিয়ালা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলেহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।
5. আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ।

### মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিক পরিমাণে মৃত্যু চিন্তা কর মৃত্যুচিন্তা তোমাকে পৃথিবীতে পরহেজগার বানাবে এবং তা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, তারচেয়ে ক্ষণস্থায়ী আমাদের জীবন। মৃত্যুর পরে ভয়ানক স্থান কবরের মধ্যে আমাদের যেতে হবে তার চেয়ে ও শত শত কোটি কোটি গুন বেশি

ভয়ানক অবস্থা হল কিয়ামতের দিন, সেদিন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের সম্মুখীন হতে হবে এবং সারা জীবনের হিসাব তাকে দিতে হবে, যার কাছে থেকে কোনো কিছুই লুকায়িত নয়, এবং আমরা পাপী সাব্যস্ত হলে আমাদের জাহান্নামে যেতে হবে। (আল্লাহ না করুন) এই ভাবনাটা সব সময় মনের মধ্যে অঙ্কিত করতে থাকুন এবং হাদিস শরীফ কবর ও কেয়ামত বিষয়ক যে বর্ণনা গুলি এসেছে তা পড়ুন এটি আপনাকে গুনাহের কাজ থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে।

### ভালো বন্ধু নির্বাচন ভালোর সঙ্গী হন

হে আমার প্রিয় মুসলিম ভাই! যদি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাও তাহলে শক্ত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খারাপ বস্তুর বিপরীতে নিয়ে আসতে ভালো বস্তু। যদি তুমি গান শুনতে ভালবাসতে, এখন থেকে তিলাওয়াত, হামদ, নাত মানকাবাত, মার্সিয়া ইত্যাদি শুনতে শুরু কর। যদি তুমি youtube এ ফালতু film বাজে নাটক ইত্যাদি দেখতে অভ্যস্ত হও তাহলে তুমি এখন থেকে ইসলামিক ছোট ছোট ফিল্ম, ইসলামিক ভিডিও দেখতে শুরু কর। সবচাইতে ভালো উপায় হল

বিভিন্ন ইসলামিক বক্তা আছেন তাদের বক্তব্য শুনতে থাকো। google এ অন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় সার্চ না করে ইসলামিক ওয়েব সাইটগুলি ভিজিট কর তবে এ ব্যাপারে সাবধান থেকে বহু ইহুদি-খ্রিস্টান ইসলামিক ওয়েব সাইটের নাম দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা তৈরি করছে। অতএব কোন ইসলামিক ওয়েবসাইট ভিজিট করার আগে নিশ্চিত ভাবে জানো সেটি মুসলিম দ্বারা পরিচালিত কিনা? কিছু ইসলামিক ওয়েব সাইটের নাম বইয়ের শেষে দিয়ে দেওয়া থাকবে ইনশাআল্লাহ।

### মনঃসংযম

দেহ ও মনকে আমরা যত পবিত্র করতে পারব, ততই আমাদের মন সংযত হবে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে মনের পবিত্রতা অপরিহার্য। সূন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করলে মন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। হে আমার প্রিয় ভাই, জেনে রাখো ইবাদত না করলে মন স্থির হয় না আবার মন স্থির না হলে ইবাদতে মজা আসে

না। মন স্থির হলে ইবাদত, রিয়াজত করব এরকম ভাবলে ইবাদত ও করা হবে না মন স্থির হবে না। দুই ই একসঙ্গে করতে হবে তাহলে ধীরে ধীরে ইবাদত ও ভালো লাগবে মন স্থির হবে আর মন স্থির হলে অশ্লীল কাজ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যাবে। মনের মধ্যে যদি যৌনতার প্রবল ভাব আসে তবে এই যৌন ভাব নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার বিপরীতে এক পবিত্রতার স্রোত আনতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়াত পাক, আল্লাহর ওলীগনের জীবনী তাদের শিক্ষা, দর্শন চিন্তা করুন ইনশাল্লাহ মন সংযত হবে। সুনাত মুতাবিক ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি কাজ সারতে হবে পেছাব ও পায়খানা করার পরে যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে শরমগাহ ধুতে হবে। হৃদয় মনকে শক্ত করো পাপ ত্যাগের ব্যাপারে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, নোংরা বন্ধুবান্ধব অশ্লীলতা ভুলে যাও, পাপের বন্ধুকে কুলোর বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দাও, যতদিন না আমাদের মন নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে ততদিন আমাদের অতি সতর্কভাবে অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত। যারা ইসলামিক জীবন যাপন না করে বেহায়া পূর্ণ জীবন যাপন করে তারাই অসৎ। বিনা প্রয়োজনে লজ্জাস্থানে হাত দেবে না উপুড় হয়ে ঘুমাবে না। উত্তেজনা জন্ম দেয় এরকম খাবার ও মশলা ত্যাগ করার চেষ্টা করবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঁটো-সাঁটো পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করবে না, সুন্দর সুন্দর পুরুষ বা নারীর দিকে কুদৃষ্টি করবে না। বিনা প্রয়োজনে রাত জাগবে না, হারাম কোন খাদ্য খাবে না।

মন ও সংযমের সবথেকে সহজ ও নিশ্চিত পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও প্রেম এবং হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা। ও তাদের ইয়াদ(স্মরণ) ও হুকুম (আদেশ) এর বিষয় গুলি গভীরভাবে অনুধাবনা করা।

### নিজেকে ব্যস্ত রাখুন

কথায় আছে খালি মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। যখন কোন ব্যক্তি কাজ ছাড়া ফালতু সময় কাটাতে থাকে তখন তার ব্রেনে আসে নানা ধরনের কু চিন্তা এবং সে জড়িয়ে পড়ে বাজে কাজে। অতএব নিজেকে ব্যস্ত রাখুন, সময়কে কাজে লাগান সময়কে নষ্ট করবেন না। কেয়ামতে সময়ের ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে সময় কে কাজে লাগান। আর সময়কে ভালো কাজে লাগান আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া সৎকাজে আদেশ,



খারাপ কাজে নিষেধ করা এবং মুসলমানদের কে দিনের জন্য সৎ উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি। সর্বোত্তম উপায় হল কিছু সময় রাখুন আল্লাহর সাথে একান্ত কথা বলার জন্য , কিছু সময় রাখুন আত্ম মূল্যায়নের জন্য , কিছু সময় রাখুন আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে ভাববার জন্য, কিছু সময় রাখুন জীবিকা উপার্জনের জন্য। চুপচাপ বসে থাকবেন না টুকটাক কাজ করে যান। প্রয়োজনে ফাঁকা সময়ে শরীর চর্চা করুন, কোরআন সুন্নাহ পড়ুন, জানুন, শিখুন ও উপলব্ধি করুন। অন্যান্য ভালো বই সাহায্যে কেরাম আউলিয়ায়ে উম্মাত ও মুসলিম মনীষীদের জীবনী পড়ুন। ফাঁকা সময়ে বিভিন্ন সৃজনাত্মক কাজ করুন- যেমন কিছু তৈরি করুন, নাত বা কিরাত ইত্যাদি অনুশীলন করুন। কোরআন ও হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম মুখস্ত করুন। অশ্লীল কাজ করার চাইতে ঘরবাড়ি সাফাইয়ের কাজ করা, রান্না করা শেখা, পরিবার কে রান্না করার কাজে সহায়তা করা, বাড়ির কাজে সাহায্য করা, অনেক ভালো। এককথায় মনকে যেসব কাজে লাগিয়ে দিন যা আপনার উপকারে আসবে এবং তাকে একাকী ও অবসর রাখবেন না।

## যদি আপনি যৌন রোগে আক্রান্ত হন

আল্লাহ না করুন যদি আপনি কোন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে যান, তবে চিকিৎসা করাতে বিলম্ব করবেন না। আপনি যেমন নিজের আত্মার সুস্থতা কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ঠিক তেমনি শরীরের সুস্থতার জন্য ও দোয়া করবেন। এবং হাতুড়ে ডাক্তারের সংস্পর্শে না এসে ভালো ডাক্তার দেখাবেন এবং যদি আল্লাহ পাকের দয়ায় খোদাভীরু পরহেজগার ডাক্তার পেয়ে যান, তবে তো আলহামদুলিল্লাহ। কারণ কোন মুসলিম পরহেজগার ডাক্তার পেয়ে গেলে তাতে আপনার স্বাস্থ্য ও ঈমান দুটি ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ।

## আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ

আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) অশেষ রহমত যে আমরা মুসলিম, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত। আমরা মুসলিম তাই খেয়াল খুশি মত চলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর ইচ্ছা মোতাবিক। অতএব হে আমার প্রাণ প্রিয় মুসলিম ভাই, এসো আমরা পরিপূর্ণ মুসলিম হই এবং নিজেদেরকে জাতির সামনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিপূর্ণ ও খাদেম রূপে তুলে ধরি। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এর সীরাত ও সুন্নাতের প্রচার করি। তিনি যা কিছু আমাদের জানিয়েছেন তার প্রচার ও প্রসার করি, কারণ নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন একটাও আয়াত হলেও অপরের কাছে তা পৌঁছে দাও। ( বুখারী শরীফ ) এসো আমরা নিজেও সংশোধিত হয় এবং অপরকেও সংশোধিত করার দাওয়াত দিই।

অনেকেই মোবাইলের মাধ্যমে নেটের মাধ্যমে অনেক ভালো কিছু শিখতে গিয়ে এবং ইসলামের প্রচার করতে গিয়ে, ইসলামিক জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে শয়তানের প্রচারণায় পরে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। নেক উদ্যেশ্যে সে নেটে আসে কিন্তু তার উদ্যেশ্য পরিবর্তীত হয়ে যায়। নেট চালালেই সামনে অনেক অশ্লীল নোংরা উলঙ্গ ছবি ভিডিও সাইট চলে আসে, শুরু হয়ে যায় পাপের কাজ চোখের জেনা মনের জেনা আর শয়তানের উষ্কানি তখন সে তা থেকে ফিরে যেতে পারে না পাপের মধ্যে ডুবে যায়। এই রকম যদি আপনার হয়ে থাকে আর না হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের কে এমন একটা

পদ্ধতি শিখাবো যেটা থেকে আপনার আর এই রকম হবে না আর এ থেকে আপনি নিজে ও নিজের পরিবারের ছোট যুবক ছেলে মেয়েকে,বন্ধুদের কে বাঁচাতে পারবেন।অন্য কেউ যদি আপনার মোবাইলে খারাপ সাইট দেখার চেষ্টা করলেও সে তা পারবেনা আর তার তথ্য আপনার একাউন্ট আর ইমেলে চলে যাবে। এই এপ্সটি সবাই ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন।আর একটা কথা হয় তো মনে করবেন আমার দ্বারা এই পাপ হয়না আমি ব্যবহার করবো না এটা একদম ভুল করবেন কেননা এটা হলো সেইরকম যেমন আমার বাড়িতে চুরি হয়না আমি বাড়িতে তালা লাগাবোনা দরজা খোলা রাখবো,তাহলে চুরিও হতে পারে। এটা ব্যবহার করতে শয়তান বাধা দিবে, তাই সবাই এপ্সটি ব্যবহার করেন আর শেয়ার করেন যেন সবাই গুনাহ মুক্ত নেট ব্যবহার করতে পারে।

আমার জন্য দুয়া করবেন যেন আমি এই ভাবে ইসলামের খিদমত করতে পারি।

এপ্স স্টোর বা প্লেস্টোর থেকে

Secure teen Apps সন্ধান করে Install করত হবে।

এছাড়াও আপনাকে খারাপবন্ধু যারা খারাপ অশ্লীল ভিডিও ছবি টপিক শেয়ার করে তাদেরকে হটস্যাপ ফেসবুকে ব্লক করতে হবে। কেননা সে তো পাপ করছে আপনাকেও পাপের মধ্যে

[www.YaNabi.in](http://www.YaNabi.in)

সে নিয়ে আসছে আর আপনারা নিজে নিজেই পাপের সাক্ষি হয়ে যাচ্ছেন।

আপনার যদি সেটাপ করতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে ইমেল করেন [help@yanabi.in](mailto:help@yanabi.in)

what s app me: +91 9093399730

কিছু ইসলামিক ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলের নাম

<http://yanabi.in> ( আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট)

<http://sunnidunya.in>

<http://sahihaqedah.com>

<http://sunniaaqida.wordpress.com>

<http://madina24.com>

<http://amarislam.com>

<http://sunnienyclopedia.blogspot.com>

<http://www.drmiaji.com>

<http://razvynetworkbd.wordpress.com>

<http://sunnibarta.wordpress.com>

<http://alahazratbd.wordpress.com>

<http://mishukifti.wordpress.com>

<http://kazisaiyuddinossain.blogspot.in>

<http://khasmijaddedi.wordpress.com>

<http://islamiaqida.wordpress.com>

<http://banglarsunni.blogspot.in>

<http://kazisaiFUddinhossain.weebly.com>

<http://abrahametry.blogspot.in>

<http://sufirealm.wordpress.com>

<http://www.sunni.com.bd>

<http://ahlesunnatwaljamatyindia.wordpress.com>

<http://www.islamijibon.net>

<http://www.anjumantrust.org>

<http://ahlesunnatbd.net>

<http://sonarmaniya.com>

<http://www.chattrasena.org.bd>

<http://roushandail.com>

<http://islamiMedia24.wordpress.com>

<http://imamzizulhoqsherebangla.blogspot.com>

<http://www.sunniboi.com>

<http://ajmirerkafila.blogspot.com>

<http://islamijoboon.blogspot.com>

<http://razvia.com>

<http://sunnibangla.com>

Sunni Urdu & English Site

[www.yanabi.in/](http://www.yanabi.in/)

[www.jamiaturraza.com](http://www.jamiaturraza.com)

[www.taajushshariah.com](http://www.taajushshariah.com)

[www.alahazrat.com](http://www.alahazrat.com)



[www.islan786.com](http://www.islan786.com)

[www.aalahazrat.in](http://www.aalahazrat.in)

[www.islamiccentre.org](http://www.islamiccentre.org)

[www.islamicacademy.org](http://www.islamicacademy.org)

[www.sunnah.org](http://www.sunnah.org)

[www.sunni razvi.org](http://www.sunni razvi.org)

[www.raza.co.za](http://www.raza.co.za)

[www.sunni dawat ei slami.net](http://www.sunni dawat ei slami.net)

[www.razemustafa.net](http://www.razemustafa.net)

[www.nooremadinah.net](http://www.nooremadinah.net)

[www.dawat ei slami.net](http://www.dawat ei slami.net)

[www.noorul islambolton.com](http://www.noorul islambolton.com)

[www.churashareef.com](http://www.churashareef.com)

[www.muhammadiya.com](http://www.muhammadiya.com)

[www.fai zaneatt ar.net](http://www.fai zaneatt ar.net)

[www.dargahajmer.com](http://www.dargahajmer.com)

[www.naatonline.com](http://www.naatonline.com)

[www.nisbat-e-rasooli.co.uk](http://www.nisbat-e-rasooli.co.uk)

[www.faizaneraza.org](http://www.faizaneraza.org)

[www.shahbazqamarfareedi.com](http://www.shahbazqamarfareedi.com)

[www.haqcharyar.net](http://www.haqcharyar.net)

[www.sunnihaq.com](http://www.sunnihaq.com)

[www.baharemadinah.com](http://www.baharemadinah.com)

[www.sunnispeeches.com](http://www.sunnispeeches.com)

[www.islan786.org](http://www.islan786.org)

[www.alahazrat.net](http://www.alahazrat.net)

[www.thesunniway.com](http://www.thesunniway.com)

[www.islamieducation.com](http://www.islamieducation.com)

[www.islami-mehfil.info](http://www.islami-mehfil.info)

[www.ja-alhaq.com](http://www.ja-alhaq.com)

[www.naqshbandiya.com](http://www.naqshbandiya.com)

[www.ahlesunnat.biz](http://www.ahlesunnat.biz)

[www.owaisqadri.com](http://www.owaisqadri.com)

[www.nooremadinah.net](http://www.nooremadinah.net)

[www.attari.net](http://www.attari.net)

[www.faizanequran.com](http://www.faizanequran.com)

[www.nafseislam.com](http://www.nafseislam.com)

[www.ahlesunnat.net](http://www.ahlesunnat.net)

[www.razaemustafa.net](http://www.razaemustafa.net)

[www.sunniport.com](http://www.sunniport.com)

[www.islamicacademy.org](http://www.islamicacademy.org)

[www.qadriya.com](http://www.qadriya.com)

[www.alhajowaisrazaqadri.com](http://www.alhajowaisrazaqadri.com)

[www.naqshbandi.org](http://www.naqshbandi.org)

[www.farhan-ali-qadri.com](http://www.farhan-ali-qadri.com)

[www.naatcity.co](http://www.naatcity.co)

[www.bagharshareef.com](http://www.bagharshareef.com)

[www.sunnimuslim.co.uk](http://www.sunnimuslim.co.uk)

[www.razanw.org](http://www.razanw.org)

[www.madanipropagation.com](http://www.madanipropagation.com)

[www.sufilive.com](http://www.sufilive.com)

[www.sunnitalk.net](http://www.sunnitalk.net)

[www.madniqa.net](http://www.madniqa.net)

[www.zikrenaat.in](http://www.zikrenaat.in)

[www.faizanesibtainraza.blogspot.com](http://www.faizanesibtainraza.blogspot.com)

[www.razvetwork.net](http://www.razvetwork.net)

[www.kalaame-raza.in](http://www.kalaame-raza.in)

[www.jamaat-erazaemustafa.wordpress.com](http://www.jamaat-erazaemustafa.wordpress.com)

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

[www.puresunni.in](http://www.puresunni.in)

[www.sunnitablееgijamaat.com](http://www.sunnitablееgijamaat.com)

[www.islamicsher.blogspot.com](http://www.islamicsher.blogspot.com)

[www.sunnijamaat.net](http://www.sunnijamaat.net)

[www.aalahazratzi.ndabad.blogspot.com](http://www.aalahazratzi.ndabad.blogspot.com)

[www.alsunnahsufi.in](http://www.alsunnahsufi.in)

[www.madinah.in](http://www.madinah.in)

[www.islamicmadina.com](http://www.islamicmadina.com)

[www.naatkhan.com](http://www.naatkhan.com)

[www.kalameraza.com](http://www.kalameraza.com)

[www.sunnidentity.com](http://www.sunnidentity.com)

[www.hamariweb.com](http://www.hamariweb.com)

[www.jamariyadhuljannah.com](http://www.jamariyadhuljannah.com)

[www.naatsharif.in](http://www.naatsharif.in)

কিছু ইসলামিক ইউটিউব চ্যানেল

- 1) Sunni Bangla Tv ( আমাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল)
- 2) kil k - e - raza
- 3) Al - Gayl ani - Ghausi a
- 4) SDI Channel
- 5) Kanz ul Huda
- 6) Deen Islam
- 7) Sunni Ul ema
- 8) Radd- E- WAHABI YAT
- 9) Madani channel
- 10) Madi na 786
- 11) Hashmi channel
- 12) Shi f akhana ( আমাদের নিজস্ব চিকিৎসা সংক্রান্ত চ্যানেল)